দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... 2 FEB 2005

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা ও আজকের প্রেক্ষাপট

পাঠকমঞ্চ

মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব ও নীতি-নৈতিকতা জাগ্রত করতে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষাদানে আমাদের দেশে আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা নামে দু'ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দু'ধরনের প্রতিষ্ঠানের অবস্থাই শোচনীয়। মাদ্রাসার সিলেবাস ও আরো কিছু মৌলিক সমস্যার দরুন মাদ্রাসার পড়ালেখার মান ক্রমেই নিচের দিকে যাচ্ছে। আর দিন দিন মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মানুষের অনীহা বাড়ছে। যেখানে স্কুল কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য যুদ্ধ হচ্ছে, নানা তদবির করতে হচ্ছে, ডোনেশন দিতে হচ্ছে, সেখানে অধিকাংশ মাদ্রাসা প্রয়োজন মোতাবেক ছাত্রই পাচ্ছে না। নানা ধরনের ছাড় দিয়ে ছাত্র ভর্তি করতে হচ্ছে। এতে করে মাদ্রাসা শিক্ষার যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল

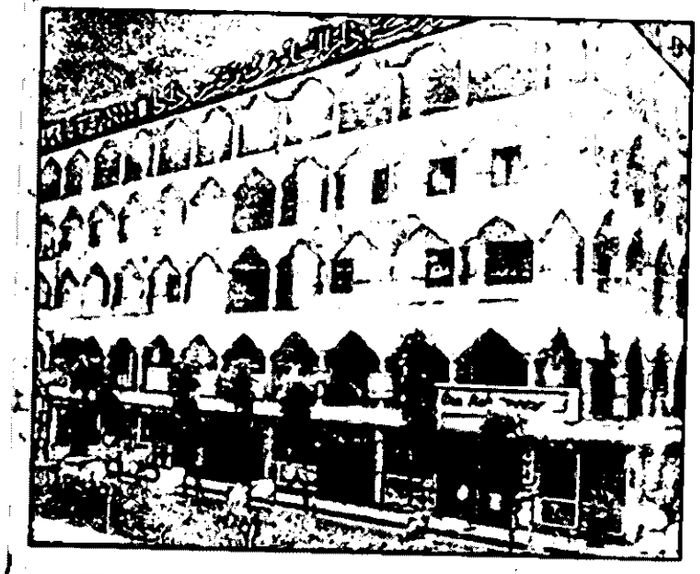

তা ব্যাহত হচ্ছে। মাদ্রাসাগুলো ছাত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে। আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি শিক্ষার্থীর মুখাপেক্ষী হয় তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের অবস্থা কি হয় তা বলাই বাহুল্য।

আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাসে সাধারণ শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সিলেবাসের জটিলতা, পাঠদান পদ্ধতি এবং মূল পুস্তকের সাথে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সম্পর্ক না থাকাতে শিক্ষার্থীরা নোটের ওপর বেশী নির্ভরশীল হওয়াতে এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিতমান অর্জিত হচ্ছে না। অধিকন্তু একজন ধর্মীয় শিক্ষার্থীর আমল-আখলাক, আচার-ব্যবহার যেমন হওয়া দরকার শিক্ষার্থীর মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান না থাকাতে এ শিক্ষার প্রতি মানুষের অনীহা দিন দিন বাড়ছে। এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করতে হলে এসব ত্রুটি দূর করা দরকার বলে আমরা মনে করি। কওমী মাদ্রাসাগুলোর অবস্থা আরো করুণ। এ শ্রেণীর মাদ্রাসাগুলোর যে সমস্যা তা পূর্ণমাত্রায় বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। এ সমস্যার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। তার মাঝে কয়েকটি কারণকে মৌলিক বলে মনে হয়। সেগুলো হলো ১. শিক্ষা সিলেবাসের জটিলতা ২. শিক্ষার রাষ্ট্রীয় বা সরকারী স্বীকৃতি না থাকা, ৩. মাদ্রাসাগুলো জনসাধারণের দান অনুদান নির্ভর হওয়া।

কওমী মাদ্রাসাতে যে সিলেবাস অনুসরণ করা হচ্ছে তা আজ হতে প্রায় দেড় শত বছর পূর্বেকার। এ মাদ্রাসাগুলোতে কেবল ধর্মীয় জ্ঞানই গতানুগতিক ধারায় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। পার্থিব বা জাগতিক জ্ঞান এখানে নেই বললেই চলে। অথচ আজকের যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। কম্পিউটার আজকের মানুষের জীবন চলার নিত্য সাথী। সাহিত্য, সাংবাদিকতা আজ সমাজ বিপ্লবের রূঢ় হাতিয়ার। কম্পিউটারের যুগ বলে সংক্ষেপ ও তত্ত্ব বহুল উপস্থাপনা এ যুগের স্বাভাবিক চাহিদা। ফলে এসব দিক বিবেচনা করে আজকের দাবী হল এমন একটা সিলেবাস যা মানুষের রুচির সাথে সঙ্গতি রেখে আধুনিক সমস্যার ধর্মীয় সমাধানের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। কিন্তু কওমী মাদ্রাসায় যে সিলেবাস অনুসরণ করা হচ্ছে তা মৌলিক জ্ঞানদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও বর্তমান প্রয়োজনের তাগিদে তা অনেকাংশেই অপর্যাপ্ত। তাছাড়া ইংরেজী ভাষা যা আজ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্থান দখল করেছে; নিজ দেশে তো বটেই দেশের বাইরে পা বাড়ালেই যে ইংরেজীর একান্ত প্রয়োজন সেখানে সে ভাষাকে আমরা ইংরেজদের ভাষা বলে এড়িয়ে চলছি। যার ফলে জীবন চলার পথে নানা বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। যেখানে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচী প্রতিবছর সংস্কার করা হচ্ছে সেখানে আমরা যুগ যে পরিবর্তনশীল মানব জীবনে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এসব দাবীকে পিছে ফেলে যুগ যুগ আগের পুরাতন কিতাব পাঠদান করছি। একমাত্র ওহী ছাড়া শরীয়তের আওতাধীন মানব রচিত যে কোন পন্থা বা পদ্ধতিই সংস্কার ও পরিবর্তন যোগ্য। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে মাদ্রাসা সিলেবাসে পরিবর্তন আনা যাবে না কেন? যুগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বাংলা, অংক, ইংরেজী, টেকনিক্যাল ও কারিগরি বিদ্যা প্রয়োজনমত সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো ও তার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে অধিকাংশ আলেমের কর্ম মসজিদ ও মাদ্রাসার মাঝে সীমাবদ্ধ। এতে দিন দিন সমস্যা প্রকট হচ্ছে। কারণ যে হারে প্রতি বছর পড়ালেখা শেষ করে ছাত্র বেরুচ্ছে সে হারে মাদ্রাসা, মসজিদ হচ্ছে না। ফলে একজন ছাত্র পড়ালেখা শেষ করে হতাশার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোন স্বীকৃতি না থাকাতে এ শিক্ষার কোন মূল্যায়ন হচ্ছে না। এ মাদ্রাসায় দশ/পনের বছর পড়ালেখার পরও একজন ছাত্র সমাজে ও সরকারীভাবে অশিক্ষিতই থেকে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর কোন দেশে এমন আছে বলে আমাদের জানা নেই। যে দারুল উলুম দেওবন্দকে কওমী মাদ্রাসা অনুসরণ করে বা অনুসরণের কথা বলে সে দারুল উলুম দেওবন্দের সনদেরও রাষ্ট্রীয় মূল্যায়ন রয়েছে। অথচ সেটা হিন্দু রাষ্ট্রে। আর আমরা তা থেকে বঞ্চিত। কওমী মাদ্রাসার সনদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি না থাকাতে যেমনিভাবে এ মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের কর্মক্ষেত্র মসজিদ মাদ্রাসার মাঝে সীমিত হয়ে পড়ছে; অপরদিকে কারো যদি উচ্চতর ডিগ্রী লাভের একান্ত বাসনাও থাকে তা বাস্তবায়ন করতে পারছে না। কারণ তার সনদ দিয়ে কোন স্বীকৃতপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সে ভর্তির সুযোগ পাবে না। ফলে কওমী মাদ্রাসা পড়ুয়া একজন ছাত্রের যদি যোগ্যতা থেকেও থাকে তাহলেও সে তার যোগ্যতা কোন কাজে লাগাতে পারছে না। আর এর প্রভাব যেমনিভাবে সমাজ জীবনে পড়ছে তেমনিভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকেও সে হচ্ছে বৈষম্যের শিকার, হচ্ছে নির্যাতিত-নিপীড়িত। এ বিষয়গুলো বর্তমান শিক্ষার্থীরা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারছে বলে মনে হয়। তা কওমী মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। আর যারা থাকছে তারাও বছরের মাঝ দিয়ে মাদ্রাসার প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আলিয়াতে পরীক্ষা দিতে চলে যাচ্ছে। এ সব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বড়ই প্রয়োজন কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। কওমী মাদ্রাসাগুলো জনগণের অনুদাননির্ভর হওয়াতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এক সময় মানুষ আগ্রহ ভরে মসজিদ মাদ্রাসায় দান করত। দান করাকে মানুষ সৌভাগ্য মনে করত। কিন্তু আজ সেই পরিস্থিতি বদলে গেছে। তাছাড়া দিন দিন মাদ্রাসার সংখ্যা বাড়ছে আর এ সকল মাদ্রাসা চলার পথ একমাত্র জনগণের অনুদান হওয়াতে সমস্যা আরো প্রকট হচ্ছে। মাদ্রাসাগুলো জনগণের দান-অনুদাননির্ভর হওয়াতে একদিকে একজন আলেম যেমন সামাজিকভাবে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সম্মুখীন হচ্ছে, পারছে না তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে; অপরদিকে এসব মাদ্রাসায় যারা শিক্ষকতা করেন তাদের নামমাত্র যৎসামান্য বেতন ভাতা, তাও আবার মাসের পর মাস পড়ে থাকে বাকি। তাই সে সম্মানিত শিক্ষক স্বাভাবিকভাবেই মানসিকভাবে নানা অস্বস্তিতে থাকেন। ফলে তিনি না পারেন মাদ্রাসায় ঠিকমত খেদমত আঞ্জাম দিতে, না পারে ঘর-সংসার ও বিবি-বাচ্চার অধিকার আদায় করতে। তারপরও আমরা কওমী মাদ্রাসার অষ্টমূল নীতির কথা বলে স্থায়ী কোন আয়ের ব্যবস্থাপনা করে কেবলমাত্র দান-অনুদানের উপর নির্ভর করে বসে আছি। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের যদি চিন্তা না করা হয় তাহলে হয়তো সামনে মাদ্রাসাগুলোর আরো দুরবস্থা ও বেহাল দশা হবে। তাই এ সব বিষয় বিজ্ঞ আলেম সমাজ ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশা করি।

মুফতী জহীর ইবনে মুসলিম
মুহাদ্দিস, জামেয়া ইসলামিয়া, উত্তরা, ঢাকা